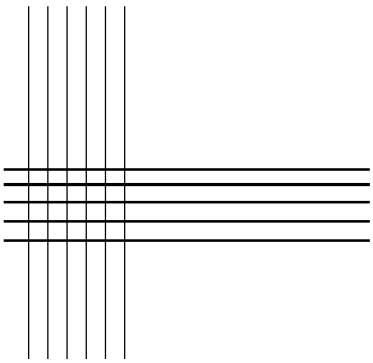

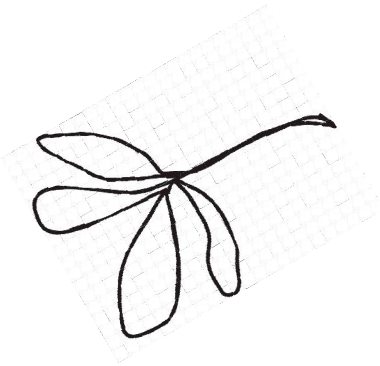

i-সোসাইটি

শীত সংকলন ১৪২৬/ফেব্রুয়ারি ২০২০

অনলাইন সংস্করণে ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংকলন

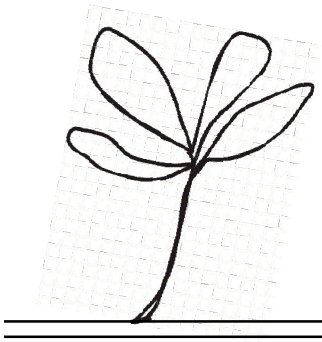

কবিতায় আছি…

তাপস মাইতি, স্বরূপ মুখার্জ্জী, ফটিক চৌধুরী, অভিজিৎ দাসকর্মকার, নীলাঞ্জন কুমার, কমলেশ নন্দ, সুধাংশুরঞ্জন সাহা, মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়, কুমার শঙ্কর অধিকারী, বিদ্যুৎ পাল, গোপেশ রায়, মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি, গৌতম কুমার গুপ্ত, সোমনাথ বেনিয়া, মৃত্যুঞ্জয় জানা, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ কুমার সরকার, দেবযানী বসু, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র রায়, অভিজিৎ পাল, সুব্রত মণ্ডল

সম্পাদক : সৌমিত্র রায়

প্রকাশক : অনিন্দিতা রায়, সিংহপুর, খড়ার,
পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১ ২২২

মোবাইল : ৯৩৩২৪ ৪৩২৭২

e-mail : info@isociety.co.in

web : www.isociety.co.in

মুদ্রণ সহযোগিতা : কবিতিকা, মেদিনীপুর। মো: ৯৮৩২১ ৩০০৪৮

মূল্য : এক টাকা

তাপস মাইতি

সে নদী

দাঁড়ি কিংবা পূর্ণচ্ছেদে সে নদী কি থামে
সে নদী যায় বয়ে যায় সাগর অভিমুখে

নষ্ট নীড় শুদ্ধ আচার বিচার ভার নয়
কেবল অজস্র প্রান্ত ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া

হিম কুয়াশার রাত কিংবা দগ্ধ দুপুর
একই সুর বাজে তার কল্লোলে

খাদ খুঁড়ে কেউ বুক চিরে তুলে আনে বালি
কোথাও হীনমান স্রোত পলি জমে

সে শুধু বয়ে যায় পাহাড় থেকে সাগর
উচ্চারিত অরন্যাচারে তার গান শোনা যায়।

স্বরূপ মুখার্জ্জী

যা কিছু হেরে গেল

আজকের এজলাস বসল অনেক দিন পর। বাড়ি ভাগ হবার পর, আমি কখনো ঝাড়লন্ঠনের আলো উঠানে এসে পড়তে দেখিনি। আজ আবার এজলাস বসল, ঝাড়লন্ঠন গুলো জ্বলে উঠল।

আলোকিত নগর, স্বর্গের ফুল এসব মুর্খেরা কল্পনা করে। আমি কোলরিজের মতো স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখি চারিদিক অন্ধকার। ভোরের আলোয় অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে, সুদৃঢ় হচ্ছে মানব বন্ধনের গ্রন্থি শক্তি।

দীর্ঘদিন ধরে ফসিল হয়ে থাকা নুড়ি গুলিকে আমি বাসা দিতে পারতাম। শব্দহীন নদীকে আমি ধূ-ধূ মরু প্রান্তরে রেখে আসতাম। তারপর গড়ে উঠত মরু কেন্দ্রিক নদী সভ্যতা।

ফটিক চৌধুরী

রাজপাট

সব রাজপাট ছেড়ে কোথায় চলেছ এ অবেলায়
আমি তো রঙতুলি নিয়ে আকাশ আঁকছি, আকাশ
আর আকাশের সঙ্গে বেলা-অবেলার সম্পর্ক নিবিড়
তোমাকেই মানায় তুমি সারাদিন মেলে ধরো রাজপাট।

তোমার কাছেই শিখেছি কীভাবে পাল্টে পাল্টে যায়
সকাল থেকে সন্ধ্যার অবিরাম দৃশ্যপট, তার
কিছু এঁকে রাখি মনের আকাশে, আনাচে কানাচে
কিছু পাখি উড়ে যায় নিঃসীম দিগন্তের দিকে।

জানি কেউ কিছু রেখে যায় না, ছেড়ে দিতে
হয় সময় হলেই। তবুও স্মৃতিরা প্রেতাত্মার মতো
ঘোরা ফেরা করে বাঁচিয়ে রাখা মলিন সময়ে
আমরা চলে যাব ঠিক, পড়ে রবে শুধু রাজপাট।

অভিজিৎ দাসকর্মকার

আশমানি সম্পর্কের অনুসন্ধনী

রাত শব্দটি বৈকালিক হ্রদে ডুব দিচ্ছে ন্যাপকিনের সহাবস্থানে।
পুলকেশি সন্ধ্যা পর্যন্ত হার্দিক সভ্যতার ছোঁয়াচে হাত, আর
চোখের কোণা দিয়ে নেমে আসছে শান্তিপ্রিয় অথচ অবান্তর বাক্যগুলি—
তখন তৎসম ব্যাকরণ, এবং পরিচিত বুকের ভিতর ক্যালকুলেশন বলতে শুধু গলার স্বর—

সিঁড়ি ভাঙছে অংক আর পোয়াতি দুপুর।
প্রথম ব্রাকেটের বাইরে ক্রিয়ার গুনিতক
অথচ
আমরা জানি আস্ফালন = $\cos 90^\circ$, এবং
স্তবকহীন বয়স্কছাপের সারাংশ ও অভ্যাসেরা দুপুর গড়ানো
সভ্যতার অনুসন্ধান = $\frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \sin 90^\circ$
ভালবাসা

নীলাঞ্জন কুমার

মজার জীবন

হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলাবার সহজপথ
প্রতি মুহূর্তে খুঁজে ফিরছি,
দ্রোহকাল ভুলে থাকতে গিয়ে নিজেকে
এভাবে তৈরি করছি।

ভাই এই বেশ, কল্পনার খেলাধুলো সেরে
দিনরাত রাতদিন পথে না নামার
ক্রিয়াকৌশল। আমি থাকি মহাসুখে মার্কা
জীবন কে না চায় !

হাঃ হাঃ, হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলাবার মজা আলাদা।
যে বোঝে সে বোঝে।

কমলেশ নন্দ

মৎস্য উৎসব

নীল হলুদ শীতাতপ ঘরে
তুমি আমি আমাদের মৎস্য উৎসব

মৎস্যেরা নিরীহ নয়,
প্রতিদিন বেড়ে ওঠে নিজস্ব ঢঙে
মৎস্যেরা সঞ্চয়ী নয়,
প্রতিদিন বেড়ে ওঠে নিজস্ব অভ্যাসে

শিকারীর প্রিজম আলোয়
অসংযত মৎস্যেরা শিকার হয়
ফাৎনায় হাসির ঝিলিক . . .

একই সরলরেখায় মৎস্য আর মৎস্যভূক

সুধাংশুরঞ্জন সাহা

সময়ের ক্যানভাস

স্যার, আমার একটা কাজ চাই।

তোমার নাম কী ?
তোমার জন্মস্থান কোথায় ?
তোমার ধর্ম কী ?

স্যার, আমার খিদে পেয়েছে।

নাম কী বললে ?
তোমার মা-বাপের জন্ম কোথায় ?
ধর্ম কী তোমার ?

স্যার, আমাকে একটু জল দিন।

আগে বলো
তুমি হিন্দু, না মুসলমান ?

মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়

শীতরোদ

শীতকাঁথায় জমেছে বরফ
সকাল হলেই খাটে বসি।
ঠাসবুনুনি দেখতে দেখতে প্রাতরাশ।
আমার উঠোনে একটি আতাগাছ,
কয়েকটি কালোতুলসি, দুটি টিয়াপাখি
দুষ্টু ও মিঠু।
একটু রোদসুখ পেলেই
একসাথে কিচিরমিচির করে উঠি।

কুমার শঙ্কর অধিকারী

তোমার জন্য

একে-তো শীতে রক্ষে নেই দোসর হল বৃষ্টি
হিমেল বাতাস গায়ে মেখে জড় সড় সৃষ্টি
নিশ্বাসে যে উড়ছে ধোঁয়া কর্মতে অবরোধ
উত্তাপ খোঁজে শীতল শরীর নেমে গেছে পারদ।

চিন্তা কিসের দোহাই তোমার নেইতো আমি খুব দূর
মেঘ সাঁতরিয়ে এনে দেব আজ জ্বলন্ত রোদ্দুর
তোমার জন্য বনে যাবো মেষ শাবক দুধ সাদা
পশম থেকে বুনে নেবে সোয়েটার এক-গাদা।

দিতে পারি উত্তাপ তোমায় রাখতে পারি যে মন
ধারে আনবো বক্রেশ্বরের সব উষ্ণ প্রস্রবণ
তুমি ভালো থাকলে তবেই আমি থাকি ভালো
মন প্রদীপে জ্বেলে দেবো হাজার ওয়াট আলো।

যতই পড়ুক কনকনে শীত সুখে তোমায় রাখবো
তোমার শরীর ক্যানভাসেতে উষ্ণ ছবি আঁকবো
ঠান্ডা লাগার দুয়ারগুলি করে দেবো রুদ্ধ
তোমার জন্য করতে পারি অনন্তকাল যুদ্ধ।।

বিদ্যুৎ পাল

অনুসন্ধান

ড্রোন উড়িয়ে প্রেম খোঁজা চলছে—
আকাশে প্রেম নেই,
প্রেম নিখোঁজ ভূপৃষ্ঠে।
খোলামকুচির মত অবহেলায়
পড়ে আছে যা কিছু প্রেম।
এক কাপ চা-এ জমে যায় যা কিছু প্রেম
ড্রোন ক্যামেরায় ত্রিভূজ ফুটে ওঠে।।

গোপেশ রায়

তুমি এলে...

তুমি এলে শেষবেলার রোদ মাখাবো সারা অঙ্গে
কবিতার চরণে চরণে উৎ কীর্ণ হবে ভালবাসার দোঁহা
চিরন্তন স্বরলিপির সাজে সাজাবো অক্ষর সংলাপ
তোমার শ্যাম্পু করা চুলে ছাড়াবো ধানদূর্বা—
আসন পেতে বসাবো নিকানো উঠানের শস্যক্ষেত সীমায়।

শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ফাঁকা মাঠে তুমি এলে
আমিও জন্ম দিলাম একটা কবিতার গোধূলি
সব ধর্মগ্রন্থ পাশে রেখে তোমাকে ছুঁলাম এই প্রথম— !

একটা কাল্পনিক নদী এসে আমাদের ভাসিয়ে দিলো
একটা জঙ্গুলে হাওয়ার মায়াগন্ধ কেমন মাতাল মাতাল কথা ছড়ায়
এইমাত্র তুমি এলে...

মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

এই শীতে

এই শীতে ভালো লাগে মিঠে রোদ পোহাতে
ভালো লাগে কাজ ফেলে হেথা-সেথা বেড়াতে।
ভালো লাগে দেখতে সবুজের মেলা
পরিযায়ী পাখিদের লুকোচুরি খেলা।
খেতে ভারি ভালো লাগে খেজুরের গুড়
ভালো লাগে শুনতে টুসু গান সুর।
ভালো লাগে বইমেলা আর বই পড়তে
কচি-কাঁচাদের সাথে পিকনিক করতে।
এই শীতে খেতে মজা পায়েস পোলাও
নতুন ধানের পিঠে যত খুশি দাও।
ভালো লাগে এই শীতে মকর পরব
গাঁয়ের মানুষ যেথা খুশিতে সরব।

গৌতম কুমার গুপ্ত

বিশৃংখল

অন্যমনস্ক হতে চাই অযন্ত্রশীলও
দ্বিধা দিয়ে বলতে চাই তুমুল দ্বন্দ্ব
ইতস্ততঃ রেখে যেতে চাই ছাইপাঁশ

চুলের আঁচড়ে আগোছালো বাগান
মুখে অ-রসালাপ বেহদ গালাগাল
আঙুলে কলহের কিচকিচি বেখেয়াল ক্লাসিক

চোখে ক্রূরতা হাসি শান ফেলেছি দৃষ্টিতে
শ্যেন হয়ে ব্যর্থ ছোঁয়ের শিকারে তাই
আমি তো তেমন তীরন্দাজ নই

লণ্ডভণ্ড করি ফুলের প্যারাগ্রাফ
গাছেদের ক্লোরোফিলে ঢিল ছুঁড়ি
শিকড়ে বাঁধি নি সতর্কতা কোন আজ

এলোমেলো আকাশে অজস্র মুখের হিজিবিজি

তারা হয়ে ফুটে আছে আমারও অশ্লীল কবন্ধ

এখন নিয়মিত পাবেন

‘সূর্যাস্ত মিলন হাট’

প্রতি শনিবার কাঁসাই নদীর রেলব্রিজের কাছে

বই ও হস্তশিল্পের

www.bookpocket.in

সোমনাথ বেনিয়া

না-হয় না

না পেরিয়ে গেলে সহজ পথ, বেপরোয়া
সমীপেষুর কাছে থাকে পুনশ্চ
ইতি বিষয়ক সংলাপ ধূসর অন্যমনস্ক বিবরণ
কতটা ঋণ শোধ জামার বোতাম খুললে . . .

প্রিয় অধিকার আসে গোপনে, সমানুপাতিতে
অরণ্যের ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া বিয়োগফল
খাদের পাশে ফোটে আঘাতফুল, অদেখা অধ্যায়

না-হয় না পেরিয়ে গেলে বোঝো অসুখবৃত্তান্ত
ঠোঁটের উপর শুকিয়ে আছে কথা, ফসিল হৃদয়

না-হয় হ্যাঁ

শিকড় যখন, পর পর বন্ধ বাঁকের খোলসপুরাণ
শুরুতে সামান্য অবকাশ থাকে পুনরায়
ঘুরে এসে দিগন্তকে পার্শ্বরেখা ভেবে বাঁধো ঘর

বেমালুম ভুলে যাওয়া আঁচলে গল্প, ভাঙা চাতাল

গালের টোলে সুন্দরের খোঁজ সরল অভিযান
তুলাযন্ত্রের কাঁটায় জমে অদম্য ইশারা
বিক্ষোভ ভুলে তুলোর তুলতুলে, নরম পিপাসা

না-হয় হ্যাঁ ঘাসের বুকে শিশির আশ্চর্য স্পন্দন
ওষুধের একদাগ কমে গেলে আয়ু, পরম গুল্মলতা

মৃত্যুঞ্জয় জানা

মেঘের ফাঁক থেকে ঝরে পড়ছে শীত

প্রতিটি জল ফোঁটায়। যুবতীর দেহে
সিক্ত হয়ে বাঁসা বাঁধছে। আধভেজা গাউন বেয়ে
পরিস্ফুট হচ্ছে যৌবনের সুডোল বোঁটা
সকালের উষ্ণ রোদে ফুটবে। ফুটে ওঠবে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধরবে কালো বোঁটার লাল পাঁপড়ি
যুবতী একটি গোলাপ।

প্রতিটি পাপড়িতে হারিয়ে যাবে অসাড়তা। অবস্বাদ
ফিরে আসবে পরিযায়ী পাখির ডানায় সুখ-আগুনে।
থেমে যেতে চাইছে মেঘ এই শীত মরসুমে
জমতে চাইছে আরো গভীর ভাবে
ঝিরি ঝিরি হয়ে ঝরতে চাইছে। ঝরছে
ঝরতে ঝরতে অবশেষ এক ...
তার মাঝে আড়ি পেতেছে রোদ্দুর
একটি যুবতী গোলাপের সুডোল বোঁটায়।।

শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য

শীতকাল পটভূমে

চাপচাপ কুয়াশা ঝিঁ -ঝিঁ ডাকছে
কনকনে ঠান্ডায় শুনশান্ পথঘাট
হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছি
শরীরময় সব কবিতার ভাষা,
ভয়-ভয় মনে মনে, কি সব নামায়
অন্ধকার পার হয়ে বাড়ীর গেটের আলোয়
অবশেষে স্বস্তি নামল,
শীতকাল পটভূমে তারপর সবই
ভয়ের কবিতা এসেছে।।

অরুণ কুমার সরকার

উৎসব এবং বিষ-বাতাস

উৎসব, বাতাসে মাখিয়ে দিল বিষ
আমরা আহ্লাদিত হই যতটা সম্ভব বেশি ধোঁয়া আর শব্দ
গন্ধ মেশাতে পারি, বাতাসের গায়
এ পারায় একটা বাহাবা আছে
বাহাবা কুড়াবো বলে মেতে উঠি প্রতিযোগিতায়
উল্লাস করি...
অথচ, কি নির্বোধের মতো আততায়ী করে তুলি আগামীর বাতাস
মাস্ক, এয়ার ফ্রেশনার ক্রমশ বিপণী হয়ে উঠতেই
ওদিকে গলায় ঝুলে থাকা টেথো আঁতকে ওঠে বুক ছুঁতেই
এত সব শব্দ ধোঁয়া আর বারুদ উৎসব করে
আমরা কবরের জায়গাটা বানিয়ে রাখি নিশ্চিত নির্দ্বিধায়
আর বছর বছর সে কবরে ছড়িয়ে দেই
ধোঁয়া আর বারুদের বীজ
সে বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয় বিকলাঙ্গ বাতাস
জানি না, এভাবে কি বাতাস রেখে যাই
নবজাতকের কাছে...

দেবযানী বসু

সেরার সেরা

ছায়া। কুড়োচ্ছে। আলো।
শীতকালীন ত্বকের বিদ্রোহ।
ঝিলপাখি। প্লাস্টিকের। রচনা লেখা।
প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। অর্ধেন্দু স্যার।
মাঠ। চরকিপাক। আ মা র ।
মাঠের কোণে আম ও আমার গাছ।
চারা। চারা বালক। চারা বালিকা।
চর। পাল্টে নদী বিশ্বাসমাতাল। চরভাঙানিয়া।
বাগান। রোদ্দুর। ছায়ামুক্তি। সেরার সেরা।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

অন্ধকার শীত

তোমার দীর্ঘ রাতে প্রণয় জমেছে বরফের মত
পার্টি পেয়েছে লাগামছাড়া ঘোড় দৌড়ের বাজি
চড়ুইভাতির নষ্ট ভাত সোল্লাসে বর্জ্য হয়ে যায়—
শপিংমলের গরম শরীর মূল্যবান ওম্ কেনে ;
এখন মোড়ের কোণে কোণে ঐ শোষকেরা
শুষে নিচ্ছে পৃথিবীর অন্ধকার শীত . . .

বৃন্তচ্যুত গোলাপ গাঁদা ক্যামেলিয়া আজ প্রেমে
দূরে কোথাও বরফ গুনছে ডলার কিংবা রুপি
উচ্চাঙ্গ তানপুরা থেকে থেকে স্তব্ধ করছে রাত—
কোথাও বা দু-জনকে কাছে আনছে অরিজিৎ-শানু ;
এখন অন্ধকার শীত নগ্ন ইজেলে
পরীক্ষা নিচ্ছে অগণতান্ত্রিক পড়ুয়াদের . . .

জীবনের পার্বণ আর মৃত্যুর অসমবিন্যাসে
নির্দয় নীরোর মত বেহালা
তোমার আর বাদ্য থাকে না . . .

সৌমিত্র রায়

গাছের নিচে

গাছের নিচে ঘেরা বাউণ্ডারি জুড়ে শূন্যতার প্রাণ অনেক ভাবিয়েছে আকাশের নীলাভ অস্তিত্বকে। সেই অস্তিত্বজুড়ে গাছেদের কাব্যচর্চা নিয়মিত প্রবহমান। আমাকে ভাবতে দিচ্ছে না, কিছুতেই ভাবতে দিচ্ছে না তার গতিময়তার গন্তব্যস্থলটিকে। তবু আমি গাছের নিচের সেই শূন্যতায় স্থির বসে থাকি। হয়তো কোনও অস্থিরতা আমার মন জুড়ে বিস্তার লাভ করতে পারছে না। আমার কাছে বই নেই, নেই হস্তশিল্পের কোন সামগ্রী। যে আমি বেচাকেনা করে কিছু কানাকড়ি সংগ্রহ করব এবং তা দিয়ে কাউকে সাম্মানিকের বিনিময়ে বিষয়টিকে ভাবাবো। সমস্ত ভাবনারা এই বাউণ্ডারির মধ্যে ঘোরাফেরা করে একবুক শূন্যতা নিয়ে। ।। শান্তি।।

অভিজিৎ পাল

যাপন- ১

শিলালিপির ক্ষয়ে যাওয়া অক্ষরের মধ্যে
যেটুকু ভাব সমাহিত ছিল,
সেটুকু অনুভূতি আমি আজ পর্যন্ত
প্রকাশ করতে পেরেছি…

তোমার সঙ্গে একত্রে এতদিন থেকে
এতগুলো যাপনের পরেও সারারাত ধরে
মাতৃসঙ্গীত গেয়েছি বকুলের তলায়
কারণের অনুসন্ধান তুমি করতে পারোনি !

ফিরে গেছে সবকিছু, যোগীর মতো করে।
কালীকীর্তনে ঢেকেছে শরীর রক্তবর্ণজবায়,
মিটেছে হিসেবের কড়া-গণ্ডা-পাই
এবার আমার আর কিছুই বলার নেই
বোঝানোর নেই, নেই ঝগড়ার বিষয় পর্যন্ত !

সমস্ত যাপনময় স্মৃতি পর্যন্ত মলিন হয়ে যাবে
পৃথিবীর এটাই স্বাভাবিক জীবনধর্ম।

সুব্রত মণ্ডল

খোঁজ

খুঁজবো খুঁজবো করে খোঁজা হয় নি
একদিন একশো টাকার এক সিরিজ লটারি কাটলাম
যা পেলাম
আমার পরিচিত বরুনদা অভাবে পড়লে ধার দেয়
আমি একদিন
খুঁজবো খুঁজবো করে বরুণদার পরিচিতকে খুজে নেব।

সূর্যাস্তের মিলন হাটে বুকপকেট

মেদিনীপুর শহরের প্রান্তভূমি ছুঁয়ে কাঁসাই নদীর তীরে শনিবার বিকেলে বসছে 'সূর্যাস্ত মিলন হাট'। বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও তাদের বইপত্র নিয়ে এই হাটে দ্বিতীয় দিনের উপস্থিতি i-সোসাইটি 'বুক পকেট' উদ্যোগ। মালভূমির কোলে কাঁসাইয়ের তীরে লালমাটি আর সবুজ ঘাসের উপর নানান হস্তশিল্পের পসরার সাথেই বইয়ের পসরা সত্যিই অনবদ্য। ১৫ ফেব্রয়ারি বিকেল ৩ টে নাগাদ এই হাটে 'বুক পকেট'-এর পসরা সাজিয়ে বসা হয়। ভালোই ভিড় হয়েছে, বেচাকেনা খুবই ভালো হয়েছে। ক্রেতাদের আসা-যাওয়ার মাঝে দেখা করে যান সুদীপ কুমার খাঁড়া, মণিকাঞ্চন রায় প্রমুখ। শহরের মানুষ যে বই ভালোবাসেন তা বইয়ের বিক্রিবাটায় বোঝা যায়। স্টলে এসেছিলেন স্বপরিবারে আনন্দরূপ নায়েক। বেচাকেনার আনন্দে মেতেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র রায়, সৌম্যদীপ রায়। গতকাল প্রয়াত হয়েছেন i-সোসাইটি-র আত্মজন কবি, গল্পকার নাট্যশিল্পী সুব্রত রায়। স্মরণ করা হয় তাঁকে। প্রতি শনিবার এই হাটে উপস্থিত থাকবে 'বুক পকেট' এবং তার প্রিয়জন।

এই যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ বা i-যুগ

প্রতি ঋতুতে প্রকাশিত হচ্ছে

i- সোসাইটি

অনলাইন ও মুদ্রণ সংস্করণ

Mob : +91 93324 43272
e-mail : info@isociety.co.in
web : www.isociety.co.in

আপনার আজকের লেখা কবিতাটি
আজই আমাদের ই-মেল করুন।